MAY 12 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে শিক্ষক নিয়োগ ॥ ধর্মঘট

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ একটি অখ্যাত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা, অত্যন্ত নিচুমানের অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারসম্পন্ন এক গ্রাজুয়েটকে অতীতের সব নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে অ্যাডহক ভিত্তিতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের ছাত্র-শিক্ষকরা গত বৃহস্পতিবার ধর্মঘট পালন করেছেন।

সম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক ক্ষেত্রে যে ঢালাও দলীয়করণ শুরু হয়েছে, তারই অংশ হিসেবে শাসক দলের এক নেতার আত্মীয়কে অ্যাডহক ভিত্তিতে কম্পিউটার সায়েন্স ডিসিপ্লিনে বলতে গেলে জোর করেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই নিয়োগের ব্যাপারে ডিসিপ্লিন প্রধান বা ডিন কারো সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হয়নি। উপাচার্য প্রফেসর এম. আবদুল কাদির ভূঁইয়া তার একক ক্ষমতাবলে একটি বিশেষ মহলের স্বার্থে ওই নিয়োগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর ফলে ডিসিপ্লিনে ছাত্র-শিক্ষক সবাই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ রয়েছেন।

এমন একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স ডিসিপ্লিনে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল। তাছাড়া বুয়েটে মাস্টার্সে ভর্তি হতেও পারেনি। এ ধরনের নিয়োগ অব্যাহত থাকলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক মান অক্ষুন্ন থাকবে না বলে ছাত্র-শিক্ষকরা মন্তব্য করেছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম. আবদুল কাদির ভূঁইয়া বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টে অ্যাডহকে নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতা তার আছে; কিন্তু ডিসিপ্লিন প্রধান ও ডিনরা বলেছেন, শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্য যদি ছাত্রদের পড়ানো হয়, তাহলে অবশ্য ডিসিপ্লিন প্রধান ও ডিনদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

কয়েকদিন আগে ডিসিপ্লিন প্রধান ও ডিনদের নিয়ে উপাচার্য যে সভা করেছেন সেখানেও সকলে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন।

শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন ঘটনায় যে অনিয়ম ও দলীয়করণ হচ্ছে তাতে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যেকোন সময় বড় ধরনের উত্তেজনা দেখা দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে।